A peer-Reviewed Journal

অতঃপর...

সমাজ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

ISSN: 2394-7098

অষ্টম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ডিসেম্বর ২০২১

সম্পাদক
সাইদুর রহমান

সহ-সম্পাদক
রাকিব

অতঃপর...
গ্রাম: আইড়মারী, পো: কে. জি. পাড়া
থানা: লালগোলা, জেলা: মুর্শিদাবাদ
পিন: ৭৪২১৪৮
এবং
৪৩/৭৮ এক্সিবিশান বাগান রোড, গোরাবাজার,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পিন: ৭৪২১০১

অতঃপর... || অষ্টম বর্ষ || প্রথম সংখ্যা || ডিসেম্বর ২০২১
ATAHPAR...
A peer-Reviewed Journal
ISSN: 2394-7098
8th Year || 1st Issue || December 2021
Edited by Saidur Rahaman & Rakib
Published by Jinatara Khatun
Printed by Bornosojja
26 Maharaja Sirish Chandra Nandi Road
Berhampore, Murshidabad
Ph. : 97339 01509

সম্পাদক : সাইদুর রহমান
সহ-সম্পাদক : রাকিব

যোগাযোগ:
দপ্তর: অতঃপর পত্রিকা, প্রযত্নে সাইদুর রহমান
গ্রাম: আইড়মারী, পো: কে. ডি. পাড়া
থানা: লালাগোলা, জেলা: মুর্শিদাবাদ, পিন: ৭৪২১৪৮
Mobile No. : 83718 23813 (Saidur Rahaman)
97345 82238 (Rakib)
e-mail : atahparpatrika@gmail.com

মূল্য : ২৫০.০০
প্রচ্ছদ:

প্রকাশক: জিনাতারা খাতুন
মুদ্রক: বর্ণসজ্জা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৪

গতানুগতিক কবিতা বনাম নতুন কবিতা ❑ তৈমুর খান ❑ ৫

কবি ঋত্বিক চক্রবর্তী ও তাঁর 'অনচ্ছ জলের ছবি' কাব্যগ্রন্থ ❑ ড. দেবযানী ভৌমিক (চক্রবর্তী) ❑ ১১

নাগরিক? —প্রমাণ করার উপায়! ❑ আশিস রায় ❑ ১৫

অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'কেউ ভোলে না' গল্প এবং আধুনিক মানুষের পোষ্য ❑ হাসনারা খাতুন ❑ ২২

'কিসসাওয়ালা' সৈকত মুখোপাধ্যায়ের গল্প ভুবন: একটি পাঠ সমীক্ষা ❑ সঙ্গীতা সাহা ❑ ২৮

উত্তরাধুনিক পুঁজিবাদী সভ্যতা ও বিপন্ন পরিবেশ ভাবনায় নির্বাচিত চার বাংলা ছোটগল্প ❑ অরিত্রী দে ❑ ৩৪

পাঠকের দৃষ্টির আলোয় 'পূর্ণ ছবির মগ্নতা' ❑ ড. আমিনা খাতুন ❑ ৪২

মিতিন মাসির জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান ❑ বসুন্ধরা মণ্ডল ❑ ৫৪

হরিশংকর জলদাসের উপন্যাসে নিম্নবর্গ (নির্বাচিত): প্রান্তজনের স্বপ্নসন্ধান ❑ রিয়া মুখার্জি ❑ ৬৪

মিহির সেনগুপ্তের 'বিষাদবৃক্ষ': সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের অভিজ্ঞতা ❑ তন্ময় দেবনাথ ❑ ৭৪

'উজানতলির উপকথা': দলিতচেতনা নির্মাণের উপন্যাস ❑ নজরুল ইসলাম মণ্ডল ❑ ৯০

আফসার আমেদের 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' উপন্যাসে আবিদ আলির অন্তর বাহির ❑ মাবুদ সেখ ❑ ৯৭

স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর 'ক্রিসক্রস': নারীবাদী প্রেক্ষিত ❑ বিউটি রক্ষিত ❑ ১০৪

অলীক জীবন: দৃষ্টিপ্রধান ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার প্রতিভাষ্য ❑ মনজিৎ কুমার রাম ❑ ১১১

নবারুণ ভট্টাচার্যের সাহিত্যকর্মে অন্তর্ঘাতের রাজনীতি:
প্রসঙ্গ চোক্তার ও ফ্যাতাড়ু ❑ রুদ্রাঞ্জন মুখোপাধ্যায় ❑ ১২০

প্রচেতগুপ্তের উপন্যাসে ভাষা ও শৈলী ভাবনা: 'আমার যা আছে' ❑ রাকিব ❑ ১৩২

যে নারীর হৃদয় বিদ্ধ কাঁটাতারে:
দেশভাগের স্মৃতি, উদ্বাস্তু সত্তার নিজস্ব স্বর ও 'দয়াময়ীর কথা' ❑ পৌলমী সিনহা ❑ ১৫০

বাংলা ক্ষুদ্র সাময়িক পত্রের জগতে 'ছোটোদের পত্রিকা': ২০০০-২০১০ ❑ প্রমা মুখোপাধ্যায় ❑ ১৬১

জয় গোস্বামী-র 'মায়ের প্রেমিক': পাঠকের চোখে ❑ অপূর্ব বীর ❑ ১৬৬

বাস্তবতার সাদা-কালোয় মোড়া কবি সুনীল মাজির কবিতা ❑ সাইদুর রহমান ১৭০

অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'কেউ ভোলে না' গল্প এবং আধুনিক মানুষের পোষ্য

হাসনারা খাতুন

'যারা মারে তারা ভোলে, যারা মার খায় তারা সহজে ভোলে না।'[১] মার দেওয়া, মার খাওয়া, মনে রাখা, প্রতিশোধ নেওয়া, এইসব প্রবৃত্তি পৃথিবীর সভ্য প্রাণী, মানুষের ক্ষেত্রে হামেশাই ঘটে থাকে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও কি এই প্রবণতা কাজ করে? তাদের সমাজের আলাদা নিয়ম-কানুন আছে অবশ্য। কিন্তু মনুষ্য সমাজের পশুপ্রেম আর পশুশখের আওতায় গৃহপালিত জন্তুদের কোন নিয়মের বন্ধন আছে কি? হয়তো নেই। একুশ শতকের এই সমাজে মানুষের শখের পশুপালন আর মানবিকতার পশুপ্রেমের কাহিনি রচনা করেছেন অনিতা অগ্নিহোত্রী (জন্ম-১৯৫৬) তাঁর 'কেউ ভোলে না' গল্পে।

মানুষের অরণ্যাচারি জীবন থেকেই পশু পালনের ধারা চলে আসছে। স্থায়ী বসবাসের কালে এবং কৃষিকাজের সুবিধায় অর্থকরী প্রাণীর পালনের ঐতিহ্যের নিদান ইতিহাস ঘাঁটলেই পাওয়া যায়। মানুষ আধুনিক হয়েছে। গ্রাম-শহরের বিভাজনে পশুপালনের ধরণ-ধারণও বদলে গেছে। গ্রামজীবনে আজও গরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি পশু-পাখির পালন, অর্থনীতির মূল ধারাকে ধরে রাখে। সেখানে আর্থিক লেনদেনের কারবার থাকলেও নির্ভরশীলতার এক সম্পর্কও তৈরি হয়। গফুর এবং মহেশ সেই সম্পর্ককেই দ্যোতীত করে। কিন্তু শখের বসে পশু পালনের বিষয়টি বিলাসবহুল সমাজের এক্তিয়ারভুক্ত। এদের সঙ্গে পশুপ্রেমিকদের মিলিয়ে দিলে চলবে না। সেক্ষেত্রে সংবেদনশীল মনন কাজ করে। পথে-ঘাটে পড়ে থাকা বা আঘাতপ্রাপ্ত প্রাণীদের উদ্ধারের প্রচেষ্টায় তাঁরা ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। শেল্টার বানান, খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। আর এক শ্রেণির পশু 'শওকীন' রয়েছেন। যাঁরা খেলনার প্রয়োজন মেটাতে বা একাকীত্ব মেটাতে বিলিতি কুকুরকে ঘরে আনেন। শখ মিটে গেলে সেটিকে ফেলে দেন। তাঁদের শখ পূরণের জন্যে বিভিন্ন সংস্থা রয়েছে; যারা ব্রিডের সংকর করিয়ে আধুনিক কুকুরের প্রজনন ঘটান। এই পোষ্য পালনের ক্ষেত্রে অর্থনীতির সরাসরি যোগ থাকে না। টাকা পয়সা হলে তা দেখানোর প্রয়োজনে একটা দামি কুকুর বাড়িতে এনে রাখা, এই যা।

রাজধানীর এক শীতের মরশুম। হাইওয়ের পাশে টালির ছাওয়া এক ডগশেল্টারের আশ্রিতা স্টাবি, মুনিবের কোলের ভিতর বসে গরম স্পর্শ নিচ্ছে। আট বছরের বুড়ি অন্ধ স্টাবির কাছে শীতের মরশুমটা বড় কষ্টের। তার থেকেও বড় বিষয় এই কষ্টের অনুভূতিটা খুব বেদনাদায়ক। কারণ স্টাবির একটা বিলাসিতার অতীত রয়েছে। ছোট্ট স্টাবি একদিন ব্রিড সেন্টার থেকে এক ধনী পরিবারে আসে। তখন তার এলাহি ব্যবস্থাপনা! 'শীতকাতুরে ছিল বলে গভীর শীতের দিন ও রাতে তার জন্য আলাদা করে জ্বলত একটা হিটার। হিটারের সামনে গোল, নরম বিছানায় স্টাবির উলের কম্বল, চিবোবার জন্য ক্যালসিয়াম পোরা হাড়।'[২] এহেন জীবনে একসময় অন্ধকার নেমে আসে। অনেক জেনারেশন ধরে মেটিং করিয়ে ছোট করে রাখা হয় এই ধরনের কুকুরগুলোকে, 'যাতে করে মানুষ কোলে নেয়, আদর করে, তাই এদের অসুখও নানা রকমের।'[৩] স্টাবি ধীরে ধীরে তার দৃষ্টিশক্তি হারায়। ইতিমধ্যে বাড়ির অবস্থাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। নিনিদিদি, যার স্নেহছায়ায় এতদিন কাটিয়েছে, সেও বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। সে অবশ্য স্টাবিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তার স্বামীর তাতে সায় ছিল না। কারণ নিনিদিদির স্বামীর নজরে স্টাবি উৎপাদনোক্ষম জন্তু বই আর কিছু নয়। অগত্যা স্টাবির জীবনে অবহেলার দিন শুরু হয়। তার খাবার প্রতি কারো খেয়াল থাকে না, স্নানের প্রতি তো নয়ই। এই সময় কাজের মাসি মিথিলা আর ড্রাইভারের ষড়যন্ত্রের ফলে তাকে দুবার ব্রিডারের কাছে নিয়ে গিয়ে বাচ্চা তৈরি করা হয়। শেষে অন্ধ স্টাবিকে রাতের অন্ধকারে ডগশেল্টারের দোরগোড়ায় ফেলে দিয়ে যায় রুপিন্দর। সেদিন থেকে দুবছর কাল স্টাবির ঠিকানা, বলবন্তের শেল্টার আর খাদ্য, তার স্ত্রীর হাতে বানানো রুটি। তবে এই সুখও যেতে বসেছে। বলবন্তের শেল্টারকে ভেঙে ফেলার নোটিশ জারি হয়েছে। হাইওয়ের পাশে যে ফাঁকা জায়গায় অসহায়, জখমি বৃদ্ধ কুকুর-বেড়ালদের শেলটার সে বানিয়েছিল, সেটার মানব সমাজে কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন চওড়া রাস্তার। ফোর লেন হাইওয়ে হবে। বাধ্য হয়ে বলবন্তের শেল্টার উঠে যায়। এদিকে দুবছর পরে নিনিদিদি আমেরিকা থেকে ফিরে আসে। স্টাবির খোঁজ করায়, নিরুপায় দুষ্যন্ত আর রুপিন্দর হাজির হয় বলবন্তের কাছে। কিন্তু বলবন্ত অবলা স্টাবির অভিব্যক্তি বুঝতে পারে। তার ওপর হওয়া অত্যাচারের কষ্ট অনুভব করতে পারে। শেষ পর্যন্ত সে স্টাবিকে তাদের হাতে তুলে দেয় না। এখন স্টেশানের ধারে এক বস্তিতে বলবন্ত আর তার স্ত্রীর সঙ্গে স্টাবি থাকে। তার খেলনা আর পুতুলগুলো খুব নোংরা, কিন্তু সর্দারনির হাতের রুটির গন্ধটা বড় তাজা।

'অ্যাকসিডেন্ট-এর জখম, না খেতে পাওয়া কুকুর বিড়ালরা' বা 'বড়লোকের শখ মিটে যাওয়ার পর ফেলে দেওয়া পোষ্যের' আশ্রয়স্থল হিসেবে তৈরি করা এই শেল্টার আজও মানবতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই শেল্টারের প্রাণীরা বলবন্ত বা তার স্ত্রীর শখের

বস্তু নয়, আদরের আশ্রয়। 'মহেশ' গল্পের গফুররা আজও বেঁচে আছে, হয়তো বা বলবন্তের রূপে। সভ্য সমাজ আর যন্ত্রযুগ আমাদের শিখিয়েছে, সম্পর্কের মূল্য নির্ধারণ করতে। কিন্তু বলবন্তদের মতো মানুষের কাছে তা এখনও পণ্যায়িত হয় নি।

স্টাবির সঙ্গে নিনির সম্পর্কটার অনেকগুলো স্তর রয়েছে। বড়লোকের আদরের কন্যার শখ পূরণ করতেই স্টাবির আবির্ভাব হয়েছিল। নিনির কাছে স্টাবির প্রতিটি চাওয়া-পাওয়া পূরণের আলাদা আনন্দ ছিল। স্টাবির অসুস্থতায় তার দুশ্চিন্তা। শেষ পর্যন্ত বিয়ের পর তাকে নিয়ে যাওয়ার আবদার, যা পূর্ণ হয় না। এবং স্টাবির জীবনে তারপর থেকেই নেমে আসে ঘোর বিপত্তি। অর্থাৎ সেই বাড়িতে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। এমনকি নিনির জীবনেও এক নতুন অতিথি আসে। তাকে নিয়েই সে ব্যস্ত থাকে। স্টাবির গুরুত্ব হারিয়ে যায় তার কাছেও। শেষ পর্যন্ত যখন নিনির কাছ থেকে তার সংসার, সন্তান সবকিছুই কেড়ে নেওয়া হয়, তখন আবার তার মনে স্টাবির উপস্থিতি প্রবল হয়। কিন্তু ততদিনে অনেকটা দেরি গেছে। স্টাবি বিশ্বস্ত আশ্রয়টিকে হারাতে চায় না। স্টাবি বুঝতে পেরেছে, এই ধনী মানুষগুলোর শখের সামগ্রী হয়ে থাকাটা আসলে পরিবর্তিত মুডের অভিবক্তি। সেই কারো মুডের অভিব্যক্তি হয়ে থাকতে চায় না।

একবিংশ শতাব্দীর সমাজে দাঁড়িয়ে আমরা যখন সমাজতাত্ত্বিক বীক্ষণের জায়গা থেকে বিশ্লষণের প্রয়াসী হই, তখন নারীর অবস্থানের আলোচনাটা প্রধান হয়ে ওঠে। একবিংশ শতাব্দীর নারী কতটা স্বাধীন? সমানাধিকারের দরবারে কতটা স্থান পেয়েছে সে? রাজধানীর বুকে ধনী পরিবারের আদরের মেয়ে নিনির আবদার মেটানোর ব্যবস্থা করা হয়। ধনী পাত্র দেখে বিয়ে দেওয়া হয়, বিদেশে হানিমুন, তারপর আমেরিকা যাত্রা। রূপকথার রাজকুমারীর মতোন তার উড়ান শুরু হয়। তবে সে রূপকথার চরিত্র নয়। তাই পরবর্তী সময়ে নেমে আসা বিপদকে মোকাবিলা করতে পারে না। পালিয়ে বাঁচার আশ্রয় খোঁজে। সে আজও পণ্য। সে আজও সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। 'ছেলেটকে ওরা আনতে দেয়নি। রেখে নিয়েছে। পাশপোর্টটাও কেড়ে নিয়েছিল। লড়াই করে সেটা জোগাড় করে নিয়েছে নিনি। তার বুকে পিঠে সিগারেটের ছ্যাঁকা। বাহুতে কালসিটে। বড় হাতা জামা পরে ঢাকা দিতে হয়।'[৪] বলা বাহুল্য, তার ফিরে আসায় দাদা খুশি নয়। এহেন পরিস্থিতিতে নিনির কাছে অর্থনৈতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াটাই একমাত্র পথ। পারিবারিক স্নেহের আশ্রয় একসময় বদলে যায়। তখন গলগ্রহ হওয়াটাই ভবিতব্য মনে হয়। নারীর কন্যা-স্ত্রী-মাতা-দুহিতা, রূপ ছাড়াও নিজের 'আইডেন্টিটি' তৈরি করাটাই আধুনিকতার সর্বপ্রথম দাবী হওয়া উচিৎ। 'কেউ ভোলে না' গল্পে অনিতা অগ্নিহোত্রী সেই বার্তাই যেন দিতে চেয়েছেন।

একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে লেখা এই গল্পটিতে মানুষের অমানবিক আচরণের দিকটিকেও তুলে ধরা হয়েছে। মেয়ে কুকুর হওয়ার দরুন, তাকেও বাচ্চা উৎপাদনের যন্ত্র

হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সে তো গরু বা মোষ নয়, যে 'দুধ টুধ' দেবে, এককথায় তার থেকে আয়ের একমাত্র উৎস বাচ্চা তৈরি করা। ব্রিডের বাজারে তার প্রজাতির বেশ ভালো দাম রয়েছে। ফলে যতদিন শারীরিক ক্ষমতা থেকেছে, বাচ্চা তৈরি করা হয়েছে। দু'বছরে আটটি সন্তানের জন্ম দেয় স্টাবি। একটাও তাকে দেওয়া হয়নি। ব্রিডার বিক্রি করে দিয়েছে, কমিশন পেয়েছে মিথিলা আর রুপিন্দর। তারপর তার রুগ্ন শরীরটাকে রেখে গেছে শেল্টারের দরজায়। স্টাবি আর নিনি কোথাও যেন এক হয়ে গেছে। তাদের মাতৃত্ব পণ্যায়িত হয়ে গেছে একবিংশ শতাব্দীর বাজারে।

ফেলে আসা অতীতের কথা স্টাবি ভোলেনি। 'মানুষ বলে, কুকুরদের এপিসডিক মেমোরি নেই, তার কোন ঘটনা আলাদা করে মনে করতে পারে না, তারা বর্তমানে থাকে। বর্তমানে যা কিছু তাতেই আনন্দ বিষাদ তৈরি হয়।'[৫] স্টাবি কিন্তু টুকরো টুকরো অতীতকে স্মৃতিতে ধরে রেখেছে। নিনিদিদির বদলে যাওয়া গায়ের গন্ধ, মিথিলার অবজ্ঞা, রুপিন্দরের অভিসন্ধি, সবকিছুই সে ভোলেনি। তাই দু'বছর বাদে যখন দুষ্যন্ত আর রুপিন্দর শেল্টারে হাজির হয়, স্টাবি চিনতে পারে, স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলতে পারে। বড়লোকি কায়দায় দুষ্যন্ত যখন বলে, ''ভুলে গেছে নিশ্চয়ই। কুকুরদের তো কোন স্পেসিফিক মেমরি থাকে না", বলবন্ত গর্জে ওঠে, 'গলত বলছেন। একবার চেনা হলে কুকুর কখনও ভোলে না!' 'বলবন্তের হাতের মধ্যে ঠকঠক করে কাঁপছে স্টাবি', বলবন্ত সে লক্ষণ বোঝে। 'জানবার যখন দাগা খায়, তার সঙ্গে বেইমানি হয়, তখন এইভাবে নিজের ভয়কে বোঝাতে চায় সে'। তার ওপর চলা অত্যাচারের কথা সে ভোলেনি। আসলে 'কেউ ভোলে না', ভোলার চেষ্টা করে।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর এই গল্পটি গঠন বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। সর্বজ্ঞ কথন ভঙ্গিতে বর্ণিত এই গল্পটিতে একটি কুকুরের আত্মকথন রীতির মিশ্রণও ঘটেছে। গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরেও 'কেউ ভোলে না' গল্পে কথন বা 'arratio' এবং সংলাপ বা Dialague এর ব্যবহার রয়েছে। গল্পের শুরুতেই আত্মকথনের উপস্থিতি। এক কুকুরের আত্মকথন। 'এমন একটা দিনে মনে হয় কেউ আসবে। অদ্ভুত দিন। দিনের শুরু। রোদের আঁচ নেই, হাড়ের মধ্যে যে শীত রাতের বেলা ঢুকে গেছে, তা টেনে বের করার পক্ষে এ রোদ যথেষ্ট নয়।'[৬] এইভাবেই স্টাবির আত্মকথনের ভঙ্গিতে গল্পের শুরু হয়, তার স্মৃতিপটে উঠে আসে ফেলে আসা স্বর্ণালী দিনের স্মৃতি। তার পরেই সর্বজ্ঞ কথনরীতির প্রবেশ ঘটে গেছে। বলবন্তের ও তার স্ত্রীর শেল্টার বানানোর কথা, হাইওয়ে বাড়নোর কথা, শেল্টার তুলে দেওয়ার নোটিশ, এ-সবই সর্বজ্ঞকথনরীতিতে দ্রুত বর্ণিত হয়েছে। যখনই স্টাবির আত্মকথন এসেছে, কথনের গতি শ্লথ হয়েছে। গল্পের শেষ হয়েছে, রৌদ্রজ্জ্বল দিনের শুরু দিয়ে। যেটুকু আশঙ্কা গল্পের শুরুতে ছিল, ঘটনাক্রমে সেই মেঘ কেটে যায়। বলবন্ত,

রুপিন্দর আর দুষ্যন্তকে ফিরিয়ে দেয়।

স্টবির অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশে বেশ কিছু 'ইমেজারি' ব্যবহার করেছেন গল্পকার। 'কংক্রিট করা পথের ওপর পাতাদের হাঁটার শব্দ' বা 'বিরাট একটা রাক্ষুসে রথের মতন এগিয়ে আসছে জমির খিদে' এই গল্পে গন্ধের প্রসঙ্গ বারে বারে ফিরে এসেছে। একটি কুকুর গল্পটির মূল চরিত্র। ফলে কুকুরের ঘ্রাণ দিয়ে চেনার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে বা স্টাবির অন্ধত্বকে প্রকাশ করতেই গন্ধের প্রসঙ্গটি বেশি ব্যবহার করা হয়েছে।

'ফুলের গন্ধ, টবে দেওয়া তাজা সারের গন্ধ' আর 'সর্দারনির হাতের সেঁকা মোটা রুটির গন্ধ' নাকে নিয়ে স্টাবি ফিরে যায় অতীর স্মৃতিতে, 'নিমফুলের গন্ধ, অশত্থপাতার গন্ধ', 'ছাতিম গাছটার সুগন্ধ'। এই সুবাসের স্মৃতির মাঝেই নিনিদিদির কথা মনে পড়ে। বিয়ে উপলক্ষে নিনিদিদির পরিবর্তিত রূপ সে গন্ধ দিয়ে অনুভব করে, 'নিনিদিদির গায়ের গন্ধটা ঢেকে যাচ্ছে বার বার অচেনা সব গন্ধে'। তারপর যখন নিনিদিদির একটা 'মানুষ বাচ্চা' হল, তখন স্টাবির অভিব্যক্তি আরও করুণ, 'নিনিদিদির গায়ের গন্ধটাও বদলে কেমন দুধ দুধ হয়ে যাচ্ছে। বাজে!' এই স্টাবির শরীরেও এক সময় কামনার শিরহরণ জাগে তখন 'মদ্দা কুকুরের গন্ধ' তাকে চনমনে করে তোলে। কিন্তু তার জীবনে রোমান্স আসে না। শেষ পর্যন্ত ক্ষুধার জ্বালা মেটানো গন্ধটাই তাকে মোহিত করে। 'সর্দারনির হাতে গড়া মোটা রুটির তাজা গন্ধে ঘর ভরে যায়।'

এই গল্পের শব্দ ব্যবহারের বৈচিত্র্যও আকর্ষণীয়। দিল্লির প্রেক্ষাপটে রচিত এই গল্পে লেখক মাঝে মাঝে হিন্দি শব্দের ব্যবহার করেছেন। যেমন, বদতমিজ (বদমায়েশ বা খারাপ লোক), নিমকহারাম (অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন), বেইমান (বিশ্বাসঘাতক), গলত (ভুল, মিথ্যে), বহস (বাক্তিতণ্ডা), কাম (কাজ), খতম (শেষ,), জানবার (জানোয়ার) ইত্যাদি। লেখক এই জাতীয় হিন্দি শব্দের ব্যবহারের মধ্যদিয়ে চরিত্র আর কাহিনির বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর গল্পের ভুবন সারা ভারতবর্ষ ছড়ানো। দিল্লির প্রেক্ষাপটে রচিত এই গল্পটির বিষয়বস্তু কোন বিশেষ প্রদেশকে কেন্দ্র করে নয়। একবিংশ শতাব্দীর এই সমাজে নারীর পণ্যায়নের বিষয়টিতে কোন পরিবর্তন আসেনি। নারী আজও সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। আধুনিক মানুষ সেই ধারায় কুকুরকে পর্যন্ত বাদ দেয় না। সম্পর্কের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আধনিক মানুষ বড়ই হিসেবি। তাই বাবার মৃত্যুর পর দুষ্যন্তকে বদলে যেতে দেখি। যেই মুহূর্তে ব্যবসায়িক অধিকার তার হাতে গেছে, তখন থেকেই সম্পর্কের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতির হিসেব করতে শুরু করেছে। ড্রাইভার রুপিন্দর নিনিকে 'রিসিভ' করতে গিয়ে অবলীলায় ঘুমিয়ে যায়। ফলে যে মানুষগুলো রক্তের সম্পর্কের মধ্যে মূল্য নির্ধারণ করতে চায়, সেই সমাজে 'বাতিল' কুকুরদের একটা শেল্টার ভেঙে

ঝকঝকে রাস্তা তো হবেই! তবে আমরা আশাবাদী, বলবন্তের মতো মানুষ আজও বেঁচে আছে।

তথ্যসূত্র:
১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগাযোগ, 'রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র' কলকাতা, গ্রন্থ সম্ভার, জানুয়ারি ২০০২। পৃ.- ০৫
২। অনিতা অগ্নিহোত্রী, 'পঞ্চাশটি গল্প', কলকাতা, আনন্দ, জানুয়ারি ২০১৯। পৃ.- ১০৮
৩। তদেব। পৃ.- ১০৯
৪। তদেব। পৃ.- ১১১
৫। তদেব। পৃ.- ১০৮
৬। তদেব। পৃ.- ১০৬

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।